দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

উপবৃত্তি প্রদানে নতুন নীতিমালা হচ্ছে

॥ বিজ্ঞামুল হক ॥

নারীর ক্ষমতায়ন এবং সব দরিদ্র মেয়েকে শিক্ষার আওতায় আনতে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হলেও নীতি নির্ধারণী মহলের দূরদৃষ্টির অভাবে তা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। বৃত্তি প্রদান নীতিমালার কঠোর শর্ত আরোপ করায় দরিদ্র মেয়েরা উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বৃত্তি পাচ্ছে সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা।

সচ্ছল নয়, শুধু দরিদ্র মেয়েরাই পাবে ● ১০ শতাংশ ছেলেও থাকছে ● বার্ষিক পরীক্ষায় ৪৫ নম্বরের স্থলে ৩৬ নম্বর ● সকল শ্রেণীর জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই ● মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ৪/৫ গুণ বৃদ্ধি

স্কুলের সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা এবং ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক শর্তগুলো ইতিবাচক হলেও বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পাওয়ার শর্তটি দরিদ্র ছাত্রীদের বৃত্তি পাওয়ার জন্য একমাত্র বাধা। শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাই স্বীকার করেছেন, গ্রামের দরিদ্র ছাত্রীদের পক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। তারা জানান, গ্রামের স্কুলগুলোতে যোগ্য ইংরেজী, গণিত বা বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই। দুই-একটি মফস্বল শহরে যোগ্য শিক্ষক থাকলেও দরিদ্র ছাত্রীদের পক্ষে অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে তাদের প্রাইভেট টিউটর রেখে লেখাপড়া চালানো সম্ভব নয়। ফলে পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে সচ্ছল পরিবারের ছাত্রীরা টিউটর রেখে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে সমর্থ হয়। ফলে প্রতিমাসে বৃত্তির টাকা সচ্ছল পরিবারের মেয়েরাই পাচ্ছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতে, সচ্ছল পরিবারের ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির প্রয়োজন নেই।

বিশ্বব্যাংক, এডিপি ও সরকার দেশে ১৯৯৪ সাল থেকে পৃথকভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে। বিশ্বব্যাংক এফএসএসএপি, এডিপি সেসিপ এবং সরকার একত্রসএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে ৪ লাখ ৫৭ হাজার ৫৩০ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়। ৪৫ শতাংশ নম্বর পাওয়ার বিষয়টি শিথিল থাকায় ২০০১ সালে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৮ লাখ ২৮ হাজার ১৫৪। শর্ত কড়াকড়ি করা হলে ২০০৬ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা কমে আসে ২৩ লাখ ৫৯ হাজার ৮০২ জনে। বিশেষ করে সরকারি প্রকল্পে শর্ত কড়াকড়ি করা হলে ২০০১ সালে ২৫ লাখ ১০ হাজার ৩৫৩ থেকে ২০০৬ সালে ছাত্রীর সংখ্যা (১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

উপবৃত্তি প্রদানে

(১৬শ পৃঃ পর)

নেমে আসে ১৩ লাখ ৯৬ হাজারে। ৫ বছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা কমে অর্ধেকে। এক জরিপে দেখা যায়, বাদপড়া মেয়েদের সকলেই দরিদ্র পরিবারের।

বিষয়টি বিবেচনা করে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্পে বৃত্তি প্রদান নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রস্তাবিত নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা উপবৃত্তি পাবে না। এ ক্ষেত্রে শুধু ১০ শতাংশ মেধাবী ছাত্রীর জন্য বৃত্তি উন্মুক্ত থাকবে। সুপারিশে দরিদ্র মেয়েদের বৃত্তি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর কমিয়ে ৪৫ শতাংশের পরিবর্তে ৩৬ শতাংশ করা হয়েছে। দরিদ্র ১০ শতাংশ ছেলেদের উপবৃত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ মাসিক ২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২৫ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সকল ছাত্রীকে বিনামূল্যে বই দেয়ারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

উপবৃত্তি প্রকল্পের পরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের প্রতিমাসে ২৫ টাকা করে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি অমানবিক এবং হাস্যকর। এখন ২৫ টাকা দিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। বিষয়টি বিবেচনা করেই ২৫ টাকার স্থলে ১২৫ টাকার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

এডিবির অর্থায়নে সেসিপ এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত এফএসএসএপি প্রকল্পে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প নীতিমালায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে পাইলট কার্যক্রম চলছে। এ কার্যক্রমে ৩০ শতাংশ দরিদ্র মেয়ে, ১০ শতাংশ ছেলে এবং মেধা ভিত্তিতে ১০ জনকে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যাদের মাসিক আয় ৬ হাজার টাকার নীচে তাদের সন্তানকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এছাড়া চারটি মেট্রোপলিটন শহর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনার অতিদরিদ্র ছাত্রে এবং ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়ার জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি এখনো ফাইনবন্ধি রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক মোঃ তোফায়েল আহমেদ বলেন, অর্থ সংস্থান না হওয়ায় প্রকল্পটি অনুমোদন পাচ্ছে না। সূত্র জানায়, এ প্রকল্পটি অনুমোদন পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালক প্রফেসর জোহরা উম্মে হাসান বলেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা যাতে উপবৃত্তি পেতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, আগামীতে দরিদ্র উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না।